দৈনিক বাংলা

তারিখ 27 FEB 1986 ... 5 কলাম 7

27 FEB 1986

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা নীতির প্রধান উপাদানসমূহ :

জাতীয় অর্থনৈতিক সমস্যাবলী সমাধানের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বহুমুখী ব্যবহারের প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়। সম্পদের সীমাবদ্ধতাহেতু ব্যাপক ও সুসংহত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা নীতি প্রণয়নে একটি সমন্বিত প্রয়াস একান্ত প্রয়োজন। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এই নীতি নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যাবলী সাধন করবে :

দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা ক্ষেত্রে সকল গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মের সংগঠন ও সমন্বয় :

বাংলাদেশে বর্তমানে বিভিন্ন গবেষণা কাউন্সিল, উন্নয়নমূলক সংস্থা, সরকারী বিভাগ এবং বেসরকারী সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন ষাটটিরও বেশি গবেষণা ও উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এগুলির কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় খুব কম। কদাচিৎ এগুলির কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে, এ সকল কার্যক্রমের মূল্যায়ন ও নিয়ন্ত্রণ হয়েছে এবং লব্ধ ফলাফল বাণিজ্যিকীকরণের প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। ফলে গবেষণা প্রয়াস হয়েছে বিক্ষিপ্ত এবং এই প্রচেষ্টার ফলও হয়েছে অতি নগণ্য।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত গবেষণা কার্যক্রমের সমন্বয় বিধানকারী সংস্থা হিসাবে এনসিএসটির ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহের পরস্পরের মধ্যে এবং এদের সঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা ব্যবহারকারী মন্ত্রণালয়সমূহের সম্পর্ক স্থাপনের পন্থাও এনসিএসটি উদ্ভাবন করবে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে এনসিএসটির নিম্নলিখিত দায়িত্বগুলিও পালন করা যুক্তিযুক্ত হবে :

(ক) দেশে প্রযুক্তি মূল্যায়ন, উন্নয়ন, অভিযোজন, আত্তীকরণ ও প্রসারণের ব্যবস্থা সম্পর্কে সুপারিশ প্রদান ;

(খ) পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রণীত উন্নয়ন পরিকল্পনার সহিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা পরিকল্পনার সমন্বয় বিধানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদির প্রস্তাব করা;

(গ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা পরিকল্পনার বাস্তবায়নে সহায়তা দান ও তদারক করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারী সংস্থার কার্যকর একটি প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাসের প্রবর্তন করা ;

(ঘ) গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য অর্থ সংগ্রহে এবং জাতীয় উন্নয়নে সহায়ক অগ্রাধিকার-নির্দেশিত প্রকল্পের ভিত্তিতে বিভিন্ন গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানে অর্থ বরাদ্দ ;

(ঙ) কর নির্ধারণ, আমদানী, রফতানী ও শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা সম্পর্কিত নীতির উপর সরকারকে পরামর্শ প্রদান করা। ফলে প্রযুক্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য যথোপযুক্ত অবকাঠামো সৃষ্টি সম্ভব হবে ;

(চ) পরিবেশ দূষণ তদারক ও নিয়ন্ত্রণ জোরদার করার পদক্ষেপ সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান ;

(ছ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা জনপ্রিয়করণে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ;

(জ) দ্বিপাক্ষিক ও বহুমুখী ভিত্তিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদার করা।

এটা স্বীকৃত যে গবেষণালব্ধ ফলাফলের বাণিজ্যিকীকরণ এবং বিদেশী প্রযুক্তি গ্রহণ অভিযোজন ও আত্তীকরণের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রকৌশল গবেষণা প্রয়োজন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ চিকিৎসা গবেষণা পরিষদের অনুরূপ একটি প্রকৌশল গবেষণা পরিষদ গঠিত হতে পারে। এর মুখ্য উদ্দেশ্য হবে :

(ক) প্রকৌশল গবেষণা ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার নির্ধারণ।

(খ) সরকারী ও বেসরকারী সকল শিল্পকারখানায় অভ্যন্তরীণ গবেষণা ও ডিজাইন নির্মাণ ক্ষমতার উন্নয়ন।

(গ) প্রকৌশল গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক পরিচালিত গবেষণা কার্যক্রমের সমন্বয় ও উন্নয়ন সাধন।

(ঘ) বিদেশী প্রযুক্তি গ্রহণ, অভিযোজন ও আত্তীকরণের লক্ষ্যে আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক পরামর্শ আদান-প্রদানের কাঠামোগত ব্যবস্থাবিধান এবং

(ঙ) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে সংশিলষ্ট অন্যান্য সেবা প্রদান।

জাতীয় অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক সকল অত্যাবশ্যক ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং সেগুলি সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ : জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন অত্যাবশ্যকীয় ক্ষেত্রে প্রাধিকার নির্দেশিত প্রকল্প নির্বাচন, এগুলির সম্পদ বিনিয়োগ চাহিদার সম্যক পর্যালোচনা এবং এ সকল প্রকল্পের অগ্রগতি তদারকীর মাধ্যমে এই লক্ষ্য অর্জিত হবে। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

(১) কৃষি, ভূসম্পদ, পশুপালন, বনসম্পদ ও মৎস্যসম্পদ।

(২) বন্যানিয়ন্ত্রণ, পানি সম্পদ উন্নয়ন, ভূমি উদ্ধার ও দ্বীপাঞ্চল অভীক্ষা।

(৩) স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা।

(৪) জ্বালানি ও শক্তি।

(৫) প্রকৌশল ও ধাতব শিল্পসহ অন্যান্য ভারী শিল্প কারখানা।

(৬) ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্প।

(৭) পরিবহণ।

(৮) যোগাযোগ ব্যবস্থা।

(৯) বাসস্থান ও গণপূর্ত।

(১০) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা এবং শিল্প কারখানাসমূহের মধ্যে পারস্পরিক বিনিময় ও সমন্বয়ের ব্যবস্থা সংবলিত বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা।

এই সকল ক্ষেত্রে আমাদের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা পদ্ধতিকে বর্তমানে বিরাজমান সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে চিহ্নিত কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় গবেষণা ও উন্নয়ন জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজন। এইগুলির তালিকা পরিশিষ্ট 'খ' এ দ্রষ্টব্য।

বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠানে গবেষণা কার্যক্রমের প্রসার এবং এ ক্ষেত্রে এ সকল প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা ও যোগ্যতার উন্নয়ন : বিশ্ববিদ্যালয়সহ গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে প্রতিভার বিকাশ নিশ্চিত করার জন্য এগুলিতে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সুযোগ-সুবিধা যথেষ্ট বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এজন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাদি গৃহীত হবে :

(১) সহায়ক সার্ভিস :

নিম্নোক্তভাবে এটা সম্ভব :

(ক) সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠানে আধুনিক ও পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতির সুবিধা সৃষ্টি।

(খ) বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির যথোপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কার সাধন এবং বিশেষভাবে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের নকশা প্রণয়ন ও নির্মাণের জন্য একটি কেন্দ্রীয় কর্মশালা প্রতিষ্ঠা।

(গ) বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত তথ্য সরবরাহের জন্য একটি সমন্বিত তথ্য কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের ভিত্তি সুদৃঢ়করণ।

(ঘ) কম্পিউটার ব্যবস্থাদির উন্নয়ন এবং ব্যবস্থা সময়ভিত্তিক সমন্বিত কম্পিউটার ব্যবস্থার প্রবর্তন।

(ক্রমশ)